মেহেরপুরে এলজিএসপি ৩ প্রকল্পের অর্জন বিষয়ক অবহিতকরণ কর্মশালা

মেহেরপুরে লোকাল গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট ৩ (এলজিএসপি) ও অর্জন অবহিতকরণ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক মৃধা মো: মুজাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী। মূল প্রতিপাদ্য উপস্থাপন করেন এলজিএসপি প্রকল্পের ডিস্ট্রিক্ট ফ্যাসিলেটর সোহরাব হোসেন।

বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাকের যৌথ বরাদ্দে ২০১৭ সালের জানুৃযারি এ প্রকল্প শুরু হয় সারাদেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদে। প্রকল্পটি শেষ হবে চলতি বছরের ডিসেম্বরে।

কর্মশালায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, এনজিও কর্মকর্তা, শিক্ষক প্রতিনিধি, বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিক, ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও বরাদ্দের সুষম বন্টন নিশ্চিতকরণে ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণ ও সুপারিশসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

গাংনীর খাঁসমহলে সাপের কামড়ে কৃষকের মৃত্যু

বিছানা থেকে সাপের কামড়ে মারা গেছেন জয়নাল হোসেন (৫২) নামের এক কৃষক। জয়নাল হোসেন গাংনী উপজেলার খাঁসমহল গ্রামের মৃত আব্দুল

কাদের মুন্সীর ছেলে। সে পেশায় একজন কৃষক। তিন সন্তানের জনক সে।

আজ সোমবার (৫ সেপ্টেম্বর) ভোর রাতের দিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে মারা যান তিনি। রবিবার দিবাগত রাত ১১ টার দিকে তার নিজ ঘরে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় বিছানা থেকে সাপে কাটে তাকে। এসময় পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। সাপটিকে ধরে পরিবারের লোকজন মেরে ফেলেন।

পরিবারের উদ্ধৃতি দিয়ে গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পিরোজপুরে সংঘর্ষের জেরে অর্ধশত পরিবার গ্রাম ছাড়া

একদিকে প্রতিপক্ষের হামলার ভয়, অপরদিকে পুলিশের গ্রেফতার আতঙ্ক। দুই আতঙ্কে মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের প্রায় অর্ধশত পরিবারের শতাধিক নারী-পুরুষ এখন পলাতক জীবন যাপন করছেন। গ্রামের দু’টি পাড়া এখন জনমানব শুন্য। খা খা করছে পিরোজপুর গ্রামের দু’টি পাড়ার শতাধিক বাড়ি ঘর। তবে, পাড়া দুটিতে লোকজনের দেখা না মিললেও কোনো ধরণের অপ্রিতীকর ঘটনা এড়াতে পুলিশের টহল চলছে রাত দিন।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে বাড়ির লোকজন পলাতক থাকায় এখন খা খা করছে ওই পরিবারের মধ্যে। পুলিশের পাহারা চললেও গ্রামের মানুষের মাঝে বিরাজ করছে আতংক।

ক্রিকেটের একটি ব্যাট নিয়ে সৃষ্ঠ তুচ্ছ ঘটনায় দুজনের মধ্যে বাক বিতন্ড হলেও এখন সেটি ক্ষমতাশীন দলের দুটি পক্ষের পেশী শক্তির আধিপত্য বিস্তারের বিষয় বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

এ ঘটনায় এখন ৪ জন আহত হয়েছে। আহতরা হলেন, ফিকির বিশ্বাসের ছেলে আব্দুল হামিদ ও হারু বিশ্বাসের ছেলে বকুল হোসেন। অপর পক্ষের

আহতরা হলেন, আশকর আলীর ছেলে মতিরুল ইসলাম ও অপর আশকর আলীর ছেলে আব্দুর রাজ্জাক। আহতদের মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এদের মধ্যে মতিরুল ইসলাম নামের একজন বর্তমানে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তার অবস্থা আশংকাজনক বলে দাবী তার পরিবারের।

জানা গেছে, ২ বছর আগে খোকন মোল্লার ছেলে বাবু হোসেনের কাছ থেকে আব্দুল কুদ্দুছের ছেলে টুটুল হোসেন একটি ক্রিকেট ব্যাট নেন। খেলা খেলতে গিয়ে সেই ব্যাটটি ভেঙ্গে যায়। বাবু তার ব্যাটটি দেওয়ার জন্য টুটুলের কাছে বারবার আবেদন জানালেও সেটি ফিরিয়ে দেননি। গত ২৭ অক্টোবর বিকালে এ নিয়ে বাবু ও টুটুলের মধ্যে বাক বিতন্ড হয়। এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে হাতাহাতি হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে টুটুলের পরিবারের লোকজনকে জানালে কুদ্দুছের নেতৃত্বে ২০/২৫ জন লোক ধারালো অস্ত্র দা, লাঠি শোঠা নিয়ে এসে বাবুর বাড়িতে হামলা চালায়। পরে বাবুর লোকজনও তাদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

ওই গ্রামের বাসিন্দা সাইদুল ইসলাম সাধন বলেন, ছোট ঘটনা নিয়ে সংঘর্ষ হলেও এখন আর বিষয়টি ছোট অবস্থায় নেই। এটা এখন বড় রাজনৈতিক নেতাদের মাথায় আছে। আহত আব্দুল হামিদ ও বকুল বর্তমান চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের লোক। এছাড়া অপর আহত মতিরুল ইসলাম ও আব্দুর রাজ্জাক পিরোজপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুস সালামের লোক। এখন বিষয়টি রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে মোড় নিয়েছে।

স্থানীয় দোকানদার মোস্তফা বলেন, গ্রামে এখন পুলিশে পাহারা দিচ্ছেন। তবে, সুযোগ পেলে দু পক্ষই মারামারিতে লিপ্ত হবে বলে আশঙ্কা রয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে দুই যুবক বলেন, মতিরুল ইসলাম ও আব্দুর রাজ্জাক মুলত সদস্য সমাপ্ত ইাউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের স্বতন্দ্র প্রার্থী আব্দুস সালামের পক্ষে কাজ করেন। এঘটনার পর থেকেই পিরোজপুর গ্রামের এই দুই প্রার্থীর কর্মী সমর্থকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ফ্যাসাদ চলে আসছিল। এলাকায় দুই নেতার আধিপত্য বিস্তার নিয়ে পেশি শক্তি খাটানোর জন্যই এখন চলছে লড়াই। একে অপরকে ঘায়েল করতে চলছে নানা ষড়যন্ত্র। তবে, আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস জনপ্রশাস প্রতিমন্ত্রীর ভগ্নিপতি ও বর্তমান পিরোজপুর ইউপি

চেয়ারম্যান হওয়ায় প্রশাসনিকভাবে কিছুটা হলেও আব্দুস সালামের লোকজনকে ঘায়েল করতে পারছে। কৃষক রেজাউল হক ও চা দোকানি গোলাম খাঁ বলেন, এটা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের জের। দুই পক্ষই দীর্ঘদিন যাবৎ আধিপত্যে বিস্তারের চেষ্টা চালাছিল। মারামারির পর এখন এই গ্রামের প্রায় ৫০/৬০ টি পরিবারের লোকজন পালিয়ে গেছে। এখন পলাতক লোকদের বাড়ি ঘরগুলো খা খা করছে।

তারা বলেন, মতিরুল হাসপাতালে মৃত্যুর মুখে থাকলেও তার অপর দুই ভাই আনারুল ও জহুরুল, গ্রামের আব্দুর রাজ্জাক, খোকন, জবেদ আলী, ইস্রাফিল হোসেন, মিকাইল হোসেন, জানু মন্ডল, মুজিবুল, সাইদুল, খোকন, উজ্জল, আনারুল-২, রাজন, আজাহার, ডিকলার, লেবু বিশ্বাস, সাবদার আলী, রাবুল, তুফান হোসেন, বল্টু হোসেনসহ ৫০/৬০ টি পরিবার পলাতক রয়েছে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেলো আহত মতিরুলের বাড়িতে এখন শুন্য। তার মা রহিমা খাতুন তালা দেওয়া ঘরের সামনে বসেই তার তিন ছেলের বাড়ি পাহারা দিচ্ছেন। তিনি বলেন, আমার ছেলে গ্যানজাম শুনে সেখানে গিয়েছে। তাকে ধারালো দা দিয়ে পায়ে, মাথায় ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে কুপিয়ে রক্তাক্ত করেছে। আমার ছেলে আর কিছুই করতে পারবেনা। প্রতিদিনই দু একবার করে ৪০/৫০ জন লোক বাড়ির উপর খুঁজতে আসছে। নানা ভাবে ভয়ভীতি দেখাচ্ছে।

তবে মেহেরপুর সদর থানার ইন্সপেক্টর অপারেশন শেখ শাহিনুর রহমান জানান, পিরোজপুরের সংঘর্ষের ঘটনায় উভয়পক্ষই মামলা দায়ের করেছেন। আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের সমর্থক হারুন বিশ্বাস বাদী হয়ে এজাহার নামীয় ১১ জন ও অজ্ঞাত ৪/৫ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন যার,মামলা নং ৪১, তারিখ ৩০/০৮/২০২২ ইং। অপরদিকে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুস সালামের সমর্থক জানু মিয়া বাদী হয়ে এজাহার নামীয় ১২ ও অজ্ঞাত ৩/৪ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন যার মামলা নং ৪২, তারিখ ৩১/০৮/২০২২।

মামলার ঘটনায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে সংঘর্ষের প্রধান হোতা আব্দুল কুদ্দুছ তার ছেলে ফরহাদ হোসেন ও একটি মামলার বাদী জানু বিশ্বাসকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে। তবে ইতোমধ্যে জানু বিশ্বাস জামিনে মুক্ত হয়েছেন।
ইন্সপেক্টর অপারেশন শেখ শাহিনুর রহমান আরো বলেন, দায়ের করা দুটি মামলার আসামিদের গ্রেফতারে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে। এছাড়া এলাকায় শান্তি শৃংখলা রক্ষার্থে নিয়মিত টহল অব্যাহত রয়েছে।

পিরোজপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই সাইদুর রহমান বলেন, সংঘর্ষের পর এলাকায় আর কোনো অপ্রিতীকর ঘটনা যাতে না ঘটে, সে ব্যাপারে পুলিশ সজাগ রয়েছে। এই গ্রামে এখন পুলিশী টহল বাড়ানো হয়েছে।

পিরোজপুর ইউপি চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস বলেন, এটা সদ্য সমাপ্ত ইউপি নির্বাচনেরই জের। মুলত আমার প্রতিপক্ষ পরাজিত প্রার্থী আব্দুস সালাম ভোটে হারার পর থেকেই আমার কর্মী সমর্থকদের নানাভাবে হুমকী ধামকী দিয়ে আসছিল। সে প্রায় দিনই তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকী দিয়েছে। সালাম ও তার লোকজন বেছে বেছে আমার লোকের উপর হামলা করতে গেছে।

তিনি আরো বলেন, মেহেরপুর শহরের রাজাকারের ছেলে ইব্রাহিম শাহিন উকিল ও বেশ কয়েকজন নেতা উস্কানি দিয়ে আমার বিরুদ্ধে আব্দুস সালামকে নির্বাচনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। এর সাথে জেলা পর্যায়ের আরো অনেক নেতা জড়িত। কিন্তু তাকে পরাজিত হতে হয়েছে। এখন এলাকায় আমার নির্বাচনী মাঠের কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা ও প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করছে সে। তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে অস্থিতিশীল করার পায়তারা করছেন আব্দুস সালাম তার লোকজন। তিনি বলেন,

এদিকে আব্দুস সালাম বলেন, ২০১৪ সালের জামায়াত বিএনপির নেতা আবুল হোসেনের বংশের লোক। যারা রাস্তায় টায়ার জালিয়েছেন তারা এবার বাবলু বিশ্বাসের নৌকার ভোট করে আওয়ামী লীগ হয়ে গেছে। মুলত বাবলু বিশ্বাসের পক্ষে এ গ্রামে আওয়ামীলীগের কোনো লোক ভোটে নামেনি। তাই জামায়াত বিএনপির লোক নিয়ে সে আওয়ামীলীগের লোকজনকে পরিকল্পিতভাবে উস্কানি দিয়ে মারধর করেছে। তিনি বলেন, আমার বাবাসহ আমার পরিবারে ৫ জন মুক্তিযোদ্ধা রয়েছে। অথচ, রাজাকারের ছেলে বাবলু বিশ্বাস মন্ত্রীর বোনের সাথে বিয়ে করে আজ তার সাহসে আমার মুক্তিযোদ্ধা বাবাকে নিয়ে কটাক্ষ করে। এই গ্রামের আওয়ামী লীগের লোকজন তাকে ভোট না দেওয়ায় আওয়ামী লীগের প্রকৃত লোকজনকে সে নানাভাবে নির্যাতন চালাচ্ছে। এবং সে আমাকে নানাভাবে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৫ জন মামলা রেকর্ড ৬ টি

মেহেরপুর পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় ৫ আসামি গ্রেফতার হয়েছে। তিন থানায় বিভিন্ন অভিযোগে ৬ টি মামলা রুজ্জু হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে সদর থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ৩ জন ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ১ জন আসামি গ্রেফতার করেছে।

সদর থানায় অন্যান্য মামলা ৩ টি, মাদক আইনে ১ টি , মুজিবনগর থানায় ১ টি ও গাংনী থানায় ১ টি মামলা রেকর্ড হয়েছে।

রবিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে আজ সোমবার (৫ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছেন।পুলিশের সংশ্লিষ্ট সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল আলমের নির্দেশে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনরগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ সোমবার সকালের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানান সূত্রটি।

মেহেরপুর কারাগারে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি তোফায়েলের মৃত্যু

মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি তোফায়েল আহমেদ জেলা কারাগারে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

রবিবার সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে কারাগারের নিজস্ব গাড়িতে করে তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৮টা ২৫ মিনিটে তিনি মারা যান।

মেহেরপুর জেলা কারাগারের সুপার মোখলেসুর রহমান জানান, তিনি এন আই মামলার ৮ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি ছিলেন। গত ৩০ মে তাকে আদালত কারাগারে পাঠায়। তিনি শারিরীক ভাবে অসুস্থ থাকায় প্রতিদিন অনেক পরিমানে ওষুধ সেবন করতেন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকের বরাত দিয়ে জেল সুপার মোখলেসুর রহমান জানান, তিনি মাইক্রো কার্ডিয়ালে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৪, দুটি মামলা রেকর্ড

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৪ আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।
আসামিদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে পুরনো মামলায় ৩ আসামি ও মুজিবনগর থানা পুলিশশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ১ আসামী গ্রেফতার করেছেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে শনিবার সকাল থেকে আজ রবিবার

(৪ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।
এসময় মেহেরপুর সদর থানায় একটি ও গাংনী থানায় নারী নির্যাততন দমন আইনে একটি মামলা রুজ্জু হয়েছে।
মেহেরপুর পুলিশের সংশ্লিষ্ট সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ রবিবা (৪ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনীতে বিষপানে যুবকের মৃত্যু, গৃহবধুর আত্মহত্যার চেষ্টা

বাবার সাথে ঝগড়ার জের ধরে বিষপান করার ৬ দিন পর মারা গেছেন নুর নবী(২২) নামের এক যুবক।
গত আগষ্ট মাসের ২৯ তারিখে বাবার সাথে ঝগড়ার জের ধরে নুন নবী বিষ পান করেন। দীর্ঘ ৬ দিন চিকিৎসার পর শনিবার
(৩ সেপ্টেম্বর) রাত আনুমানিক ৮ টার দিকে কৃুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার সময় গাংনী বাজারের উপর মারা যায় সে।
নুর নবী গাংনী উপজেলার কসবা মাঝেরপাড়া এলাকার মর্তেজ মিস্ত্রির ছেলে। সে নিজেও পেশায় রাজমিস্ত্রি ছিলেন।
জানা গেছে, বাবার সাথে ঝগড়ার জের ধরে সে বিষপান করেছিলো। ৬ দিন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার পর আজকে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। ফলে তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।
শনিবার বিকালের দিকে তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার সময় গাংনী বাজারের উপর মারা যায় সে।
এদিকে পারিবরিক কলহের জের ধরে মুন্নি খাতুন (৩৫) নামের এক গৃহবধু গলাই দঁড়ি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছে।
মুন্নি খাতুন গাংনী উপজেলার চাঁদপুর গ্রামের রাশিদুল ইসলামের স্ত্রী।
শনিবার বিকালে পারিবরিক কলহের জের ধরে সে গলাই দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আবির হাসান

তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

গাংনীতে বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে যাওয়ায় যুবদল নেতার উপর হামলা

বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর মিছিলে আসায় সাজেদুল ইসলাম (৩৬) নামের ওয়ার্ড যুবদলের সাংগাঠনিক সম্পাদককে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে আহত করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
শনিবার (৩ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ৮ টার দিকে গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের ঘাটপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আহত সাজেদুর রহমান বেতবাড়িয়া গ্রামের ঘাটপাড়া এলাকার আব্দুস সালামের ছেলে।
আহত সাজেদুরকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছেন।
বেতবাড়িয়া গ্রামের স্থানীয় আওয়ামীলীগ কর্মী মিলন হোসেন ও কোবরুল ইসলাম তাকে মিরপিট করেছে বলে জানান তিনি।
সাজেদুর বলেন, ১ তারিখে বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সমাবেশে বিপুল পরিমান কর্মী সমর্থক নিয়ে এসেছিলাম। তারপর থেকে আমাকে মারার ঘোষণা দেই তারা। শনিবার সন্ধ্যার পর বাজার থেকে বাড়িতে ফেরার সময় তার আমার উপর অতর্কিত হামলা চালায়। আমাকে স্থানীয়রা তার হাত থেকে রক্ষা করে হাসপাতালে পাঠান।
এঘটনায় মামলা দায়ের করার প্রস্ততি নিচ্ছেন বলে জানান আহত সাজেদুল।
তবে, অভিযুক্তদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাদের পাওয়া যায়নি।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সমাবেশ

অনুষ্ঠিত

নারায়ণগঞ্জে হত্যাকান্ড পুলিশের গুলিতে নিহত শাওন হত্যা সহ সারাদেশে হামলা-মামলা নির্যাতনের প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সমাবেশ।

শনিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলার বিএনপির প্রধান কার্যালয়ের সামনে জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বে এবং পৌর বিএনপি’র সভাপতি জাহাঙ্গীরের বিশ্বাসের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সদর উপজেলা যুবদলের সভাপতি লিয়াকত আলী, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম, জেলা যুবদলের জয়েন্ট সেক্রেটারি মেহেদী হাসান রোকন, জেলা মহিলা দলের সভাপতি সাইয়েদাতুননেসা নয়ন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ সংগঠনিক সম্পাদক শাহাবুদ্দিন মোল্লা, মেহেরপুর জেলা বিএনপির মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক রায়হানুল কবির, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আনারুল ইসলাম, মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মারুফ আহমেদ বিজন প্রমুখ বক্তব্য রাখছিলেন।

এ সময় জেলা উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন নেতা কর্মী উপস্থিত।

পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মাঝে গড়ে তুলতে হবে সুনিবিড় বন্ধন

শুধু দেশের উন্নয়ন ও মানুষের কথা ভাবলে হবেনা। দেশের সাথে নিজের পরিবারের আপনজনদের কথাও ভাবতে হবে। সময় দিতে হবে পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের সাথে। তাহলেই পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মাঝে গড়ে উঠবে এক সুনিবিড় বন্ধন।
এই অ্যান্ড্রয়েডের যুগে পরিবারের সবাইকে নিয়ে ঘুরতে হবে। উপভোগ করতে হবে ভালবাসার অনাবিল সুখটাকে। স্বামী স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে গড়ে তুলতে হবে আস্থার বন্ধন।

গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের আয়োজনে বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

“এসো মিলি ইকো পার্কের শীতল ছায়ায়, শরৎ আকাশের সাদা মেঘের ভেলায়’ ম্লোগানে দিনভর আনন্দ আর হৈ হুল্লড়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে গাংনী উপজেলা প্রেস ক্লাবের আয়োজনের এই বার্ষিক বনভোজনে।

গাংনীর ভাটপাডা ডিসি ইকোপার্কে আয়োজিত বার্ষিক বনভোজনে এবার সাংবাদিক এবং তাদের পরিবারের সকলেই দিনব্যাপি এ আনন্দ আয়োজনে অংশ নেন।

বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, মেহেরপুরের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠক সিরাজুল ইসলাম, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কর্মি ও সংগীত শিল্পী আজিজুল হক রানু, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি আশিকুজ্জামান সবুজ প্রমুখ।

গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, সাধারণ সম্পাদক এম এন পাভেল, সহসভাপতি সাহাজুল ইসলাম সাজু, নির্বাহী সদস্য জুলফিকার আলী কানন, হারুন অর রশিদ রবি, আবুল কাশেম অনুরাগী, সাংগাঠনিক সম্পাদক লিটন মাহমুদসহ প্রেসক্লাবের সদস্যবৃন্দ।

বার্ষিক বনভোজনে বিভিন্ন খেলার ইভেন্টে অংশ নেন আমিরুল ইসলামের পত্নি মোমেনা খাতুন ময়না, জুলফিকার আলী কাননের পত্নি সুফিয়া কানন, আবুল কাশেম পত্নি উম্মে তানিয়া নীনা, হারুন অর রশিদ পত্নি ফারহানা ইয়াসমীন, বদরুজ্জামান পত্নি মিনারা খাতুন ও রাসেল পত্নি বিলকিস আরা।

বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ীদের হাতে পুরুস্কার তুলে দেন বনভোজনের প্রধান অতিথি এমপি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন, গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সিরাজুল ইসলাম।